তিন পার্বত্য জেলার অ-উপজাতীয় গুচ্ছগ্রামবাসীদের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমালা২০২৪

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

স্মারক নম্বর: ২৯.০০.০০০০.২২৩.০৬.০০৮.২১-

তারিখ: ১৫ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

তিন পার্বত্য জেলার হতদরিদ্র অ-উপজাতীয় গুচ্ছগ্রামবাসীদের মধ্যে সরকার প্রদত্ত খাদ্যশস্য সুষ্ঠু ও সুষমভাবে বিতরণ ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করিলেন:

১।সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন:

(ক) এই নীতিমালা 'তিন পার্বত্য জেলার অ-উপজাতীয় গুচ্ছগ্রামবাসীদের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমালা ২০২৪' নামে অভিহিত হইবে;
(খ) ইহা শুধুমাত্র তিন পার্বত্য জেলার জন্য প্রযোজ্য হইবে; এবং
(গ) ইহা ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি. হইতে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা:বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই নীতিমালায়-

(ক)'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' বলিতে তিন পার্বত্য জেলার কর্মরত উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে বুঝাইবে;
(খ) 'কমিটি' বলিতে গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরন কমিটিকে বুঝাইবে;
(খ) 'গুচ্ছগ্রাম' বলিতে এই নীতিমালার অধীন কোন গুচ্ছগ্রামকে বুঝাইবে;
(গ) 'জেলা প্রশাসক' বলিতে তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণকে বুঝাইবে;
(ঘ) 'জেলা/উপজেলা প্রশাসন' বলিতে তিন পার্বত্য জেলার জেলা/ উপজেলা প্রশাসনকে বুঝাইবে;
(ঙ) 'নিয়ন্ত্রণকারী/তদারকারীকর্তৃপক্ষ' বলিতে ভিডিপি সদস্যগণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জোন কমান্ডার এবং ইমাম/পুরোহিত/শিক্ষকগণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মসজিদ/মন্দির/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিকে বুঝাইবে;
(চ)'পরিবার' বলিতে-
(১) স্বামী-স্ত্রী,নির্ভরশীল পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি; অথবা,
(২)কার্ডধারীর মৃত্যুতে, স্বামী বা স্ত্রী,আমৃত্যু বা পুনঃবিবাহের পূর্ব পর্যন্ত, যাহা আগে ঘটিবে; অথবা,প্রতিবন্ধী সন্তান বা সন্তানাদি, তাহার বা তাহাদের মৃত্যু পর্যন্ত এবংপুত্র বা পুত্রগণ, ২৫ (পঁচিশ) বৎসর বয়সপর্যন্ত; অথবা, অবিবাহিত, তালাকপ্রাপ্ত বা বিধবা কন্যা; অথবা,
(৩) অতিশয় বয়োঃবৃদ্ধ/ বিধবা/স্বামী নিগৃহীতা মহিলাকে বুঝাইবে;
(ছ) 'পার্বত্য জেলা' বলিতে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলাকে বুঝাইবে;
(ছ) 'যথাযথ কর্তৃপক্ষ' বলিতে তিন পার্বত্য জেলার জেলা/উপজেলা প্রশাসনকে বুঝাইবে;
(জ) 'রেশনকার্ড' বলিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই নীতিমালায় বর্ণিত খাদ্যশস্য বিতরনের লক্ষ্যে ইস্যুকৃত কোন রেশনকার্ড বুঝাইবে; এবং
(ঝ) 'সরকার' বলিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে।

৩। রেশনকার্ড ইস্যু ও বিতরন:

(ক) জেলা প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রেশনকার্ড ইস্যু করিবেন।

(খ) রেশনকার্ডে বারকোড থাকিতে হইবে এবং প্রতি পাঁচ বছর অন্তর উহা নবায়ন করিতে হইবে।

(গ) ইউএনও কার্ডধারী ও তাহার পরিবারের সদস্যদের ফটো তোলার ব্যবস্থা করিবেন এবং উহার একটি সফট কপি তাহার কার্যালয়ে সংরক্ষণ করিবেন। ইহা ছাড়াও তিনি কার্ড প্রিন্ট করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(ঘ) উক্ত ছবি ও কার্ড তৈরির খরচ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বহন করা হইবে।

(ঙ)সার্ভিস রেশনকার্ডসহ একটি পরিবারের সর্বোচ্চ ২টি কার্ড থাকিতে পারিবে।

(চ) পিতা-মাতা জীবিত না থাকিলে অথবা পিতার অবর্তমানে মাতার অন্যত্র বিবাহ হইলে অথবা পিতা বা মাতা সন্তানদের পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে এবং উক্ত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততিরা সংশ্লিষ্ট গুচ্ছগ্রামে বসবাস করিলে, পিতা/মাতার নামে ইস্যুকৃত রেশনকার্ডটি রেশন বিতরণ কমিটির সুপারিশক্রমে উপজেলা প্রশাসন তাহাদেরকেপ্রদান করিতে পারিবেন।

(ছ) গুচ্ছগ্রামে বসবাসকারী কোন পরিবার এক জেলা হইতে অন্য জেলায় স্থানান্তরিত হইলেপূর্ববর্তী জেলার জেলা প্রশাসকের প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে স্থানান্তরিত জেলা হইতে রেশনকার্ড গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(জ) কোন পরিবারের রেশনকার্ড বাতিল হইলে উপজেলা কমিটি ঐ গুচ্ছগ্রামে বসবাসকারীদের মধ্য হইতে রেশনকার্ড পাইবার যোগ্য এমন পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করিয়াজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন। জেলা কমিটি প্রাপ্ত তালিকা যাচাই-বাছাই করিয়া বাতিলকৃত কার্ডের বিপরীতে নতুন পরিবার নির্বাচনপূর্বক কার্ড প্রদানের অনুমোদন দিবেন।

(ঝ)যেই পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য ভিডিপি সদস্য হিসাবে সেনাবাহিনীর সাথে নিরাপত্তার কাজে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত থাকিবে সেই পরিবারকে অতিরিক্ত একটি সার্ভিস রেশনকার্ড দেওয়া হইবে। সার্ভিস রেশনকার্ডের সংখ্যা দায়িত্ব পালনকারী ভিডিপি সদস্যের সংখ্যার অতিরিক্ত হইবে না। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ উহা নিশ্চিত করিবেন।

(ঞ)যেই পরিবারের কোন সদস্য নিজ গুচ্ছগ্রামে অবস্থিত স্কুল/মাদ্রাসা/মক্তব/মন্দিরভিত্তিকশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসাবে কাজ করিবেন সেই পরিবারকে অতিরিক্ত একটি সার্ভিস রেশনকার্ড দেওয়া হইবে। একটি গুচ্ছগ্রামে এই শ্রেণির(স্কুল, মাদ্রাসা, মক্তব এবং মন্দিরভিত্তিকশিক্ষা প্রতিষ্ঠান)চারটির বেশি কার্ড থাকিবে না।

(ট)নিজ নিজ গুচ্ছগ্রামে অবস্থিত জামে মসজিদ/মন্দিরে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত ইমাম/পুরোহিতকে অতিরিক্ত একটি সার্ভিস রেশনকার্ড দেওয়া হইবে। একটি গুচ্ছগ্রামে এই শ্রেণির (ইমাম ও পুরোহিত)দুইটির বেশি কার্ড থাকিবে না।

(ঠ) গুচ্ছগ্রাম রেশন কমিটির সভাপতি, সদস্য-সচিব ও সদস্যগণ একটি করিয়া সার্ভিস রেশনকার্ড পাইবেন। উল্লেখ্য, কমিটির সদস্য-সচিব সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন। উক্ত দায়িত্ব পালনকালেমাস্টাররোল তৈরি বা অন্য কোন কাজের জন্য কাগজপত্র, স্টেশনারি ইত্যাদি ক্রয়বাবদ কোন অর্থকর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীতকোন কার্ডধারীদের নিকট হইতে আদায় করা যাইবে না।

(ড) কোন সার্ভিস কার্ডধারীররেশনকার্ড বাতিল হইলে উহা যথাশিঘ্র স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে।

(ঢ) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোনো পরিবারকে রেশনকার্ড দেওয়া যাইবে না, যদি-

(১) ঐ পরিবারের কোন সদস্য সর্বসাকুল্যে মাসিক ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অথবা তদুর্ধ্ব বেতনের কোন চাকুরিতে (নিয়মিত/মাস্টাররোল/নির্ধারিত বেতনভুক্ত) নিয়োজিত থাকেন; অথবা

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (ঠ)(১) অনুসারে কোন সদস্য চাকুরিতে নিয়োজিত না থাকেন, তবে মাসিক পারিবারিক আয়১৫,০০০/- (পনেরো হাজার) টাকা অথবা তদুর্ধ্ব হয়; অথবা

(৩) ঐ পরিবার বা পরিবারের কোন সদস্য গুচ্ছগ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অসহযোগিতা করেন।

(ণ) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে রেশনকার্ড বাতিল হইয়া যাইবে:

(১) বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদেরকে (৬-১০ বছর বয়সী) বিদ্যালয়ে পাঠানো না হইলে;

(২) কোন কার্ডধারীউপ-অনুচ্ছেদ ৩(ঢ)(১)বা৩(ঢ)(২)অনুসারে যথাক্রমে চাকুরিতে নিয়োজিত হইলে বা পারিবারিক আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করিলে;

(৩) কোন কার্ডধারী শিক্ষক শিক্ষকতায় ইস্তফা দিলে অথবা স্কুল/মাদ্রাসা/মক্তব/মন্দিরভিত্তিক পাঠাগার বন্ধ হইয়া গেলে অথবা ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকার অধিক মাসিক সম্মানী গ্রহণ করিলে;

(৪) অনুচ্ছেদ ৩(ছ)-এ বর্ণিত কোন ভিডিপি সদস্য দায়িত্ব পালন হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইলে;

(৫) কোন পরিবার কোন কারণে গুচ্ছগ্রাম ত্যাগ করিলে অথবা বৎসরে একটানা ৯০ (নব্বই) দিন গুচ্ছগ্রামে অনুপস্থিত থাকিলে;

(৬) রেশন বিতরণের দিন কোন কার্ডধারী অথবা তাহার মনোনীত/ক্ষমতাপ্রাপ্ত বৈধ উত্তরাধিকারী অনুপস্থিত থাকিলে এবং অনুপস্থিতির যুক্তিসংগত কারণ উল্লেখপূর্বক ১০ (দশ) দিনের মধ্যে উপজেরা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট রেশন প্রাপ্তির জন্য আবেদন না করিলে; এবং

(৭) কোন কার্ডধারী অথবা তাহার মনোনীত/ক্ষমতাপ্রাপ্ত বৈধ উত্তরাধিকারীর পরিবর্তে অন্য কেহ খাদ্যশস্য গ্রহণ করিয়াছেন মর্মে প্রমাণিতহইলে।

৪। খাদ্যশস্য বিতরণ সংক্রান্ত:

(ক) তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন গুচ্ছগ্রামে বসবাসরত অ-উপজাতীয় কোন পরিবারকে রেশনকার্ডের মাধ্যমে সরকার প্রদত্ত খাদ্যশস্য প্রদান করা হইবে।

(খ) খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট গুচ্ছগ্রামে একটি, উপজেলায় একটি এবং জেলায় একটি অর্থাৎ মোট তিনটি কমিটি থাকিবে। তবে কোন গুচ্ছগ্রামে ৭৫০টির বেশী পরিবার থাকিলে সেই গ্রামের জন্য দুইটি করিয়া কমিটি গঠন করিতে হইবে। প্রতিটি কমিটি যথাসম্ভব সমান সংখ্যক কার্ডধারীর মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণের দায়িত্ব পালন করিবে।

(খ) প্রতিমাসে প্রত্যেক পরিবার সমহারে সরকার কর্তৃকনির্ধারিত রেশন পাইবে।

(গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট উপজেলার জন্য ট্যাগ অফিসার নিয়োগ করিবেন। উক্ত ট্যাগ অফিসার রেশন বিতরণের সময় উপস্থিত থাকিয়া বিতরণ রেজিস্টারে নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নামসহ স্বাক্ষর করিবেন।

(ঘ) আদালতে মামলাজনিত অথবা অন্য কোন কারণে রেশন বিতরণ কমিটির অনুকূলে খাদ্যশস্যের ডেলিভারি অর্ডার (ডিও) ইস্যু করা সম্ভব না হইলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট ট্যাগ অফিসার অথবা সরাসরি কার্ডধারীর অনুকূলে খাদ্যশস্য প্রদানের ডিওপ্রদান করিতে পারিবেন।

(ঙ) কার্ডবিহীন কোন পরিবারকে খাদ্যশস্য দেওয়া যাইবে না।

(ঘ) কোন পরিবার একটানা ৩০ (ত্রিশ) দিন গুচ্ছগ্রামে অনুপস্থিত থাকিলে ঐ পরিবারকে ঐ সময়ের জন্য রেশন প্রদান করা যাইবে না।

(ঙ) খাদ্যশস্য আনয়ন ও বিতরণের প্রকৃত খরচ কার্ডধারীগণকে সমানভাবে বহন করিতে হইবে। এক্ষেত্রে উপজেলা কমিটি বাস্তবতার নিরিখে পরিবহন ও বিতরণ ব্যয় নির্ধারণপূর্বক জেলা প্রশাসকের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবেন। অনুমোদিত অর্থ প্রত্যেক কার্ডধারী পরিবারের নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

(চ) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা সংস্থার উন্নয়ন বা অন্য কোন কাজের জন্য কার্ডধারীদের নিকট হইতে কোন খাদ্যশস্য কর্তন করা যাইবে না। কর্তন করিলে উহা আত্মসাৎ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে আত্মসাতের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(ছ) সার্ভিস কার্ডধারীগণকে রেশন গ্রহণের সময় পূর্ববর্তী মাসে নিয়মিত ও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করিয়াছেন মর্মে স্ব স্ব নিয়ন্ত্রণকারী/তদারকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যয়নপত্র গ্রহন করিয়া রেশন বিতরণ কমিটির সভাপতির নিকট জমা প্রদান করিতে হইবে; অন্যথায় তাহাদেরকে রেশন প্রদান করাযাইবে না।

(ঝ) অনুচ্ছেদ ৩(ট)-তে বর্ণিত বিধান ভঙ্গ করিয়া রেশন বিতরণ করা হইলে বিতরণকৃত রেশনের মূল্য (সরকারি দরে) রেশন বিতরণ কমিটির নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

(জ) রেশন বিতরণ কমিটির সভাপতি ৩(ট)-তে বর্ণিত প্রত্যয়নপত্রসমূহ মাস শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসারেরনিকট জমা প্রদান করিবেন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার উহা যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৫। রেশন বিতরণ কমিটির গঠন ও নিয়োগ:

(ক)গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটির গঠন হইবে নিম্নরূপ:

১. সভাপতি : ০১ (এক) জন;
২. সদস্য : ০৩ (তিন) জন; এবং
৩. সদস্য-সচিব : ০১ (এক) জন।

(খ) অনুচ্ছেদ (৫)(ক)-এ বর্ণিত বিতরণ কমিটির সদস্যগণের নিয়োগের শর্তসমূহ হইবে নিম্নরূপ:

(১) সরাসরি ভোটের মাধ্যমে কার্ডধারীদের মধ্য হইতে কমিটির সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন;

(২) কমিটির সভাপতি, সদস্য-সচিব এবং সদস্যগণকে সংশ্লিষ্ট গুচ্ছগ্রাম এর স্থায়ী বাসিন্দা হইতে হইবে;

(৩) উক্ত কমিটির সদস্যগণকে কার্ডধারী পরিবারের সদস্য হইতে হইবে এবং বয়স ন্যূনতম ৩৫বছর হইতে হইবে;

(৪) কোন ব্যক্তি একাধিক কমিটির সভাপতি/সদস্য হইতে পারিবেন না; এবং

(৫) কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরকারি ত্রাণ অথবা অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ থাকিলে অথবা অন্য কোন ফৌজদারী মামলায় চার্জশিটভুক্ত হইয়াছেন মর্মে অভিযোগ থাকিলে তিনি কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না।

৬। **রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কর্মকর্তা নিয়োগ ও নির্বাচন অনুষ্ঠান:**

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটির নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার হিসাবে নিম্নরূপদায়িত্ব পালন করিবেন:

(ক) বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হইবার ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কার্যক্রম গ্রহণ করিবেনএবং তফসিল ঘোষণার পূর্বেই সংশোধনীসহ হালনাগাদ ভোটার তালিকা প্রকাশ করিবেন;

(২)সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, থানা, ইউনিয়ন পরিষদ, গুচ্ছগ্রামসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নির্বাচনের তফসিল প্রকাশ করিবেন;

(৩)প্রার্থীদের নিকট হইতে মনোনয়নপত্র আহ্বান, মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা ও স্থান উল্লেখপূর্বক বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন;

(৪)দাখিলকৃত সকল মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন এবং বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করিবেন;

(৫) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হইলে, উক্ত প্রার্থী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে উক্ত বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসকের নিকট আপিল করিতে পারিবেন;

(৬)প্রার্থীতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত তারিখের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা কেবলমাত্র একজন হইলে রিটার্নিং অফিসার তাহাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন;

(৭) প্রত্যেক গুচ্ছগ্রামের নির্বাচনের জন্য একজন করিয়া প্রিসাইডিং অফিসার ও সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোলিং অফিসার নিয়োগ করিবেন;এবং

(৮)একজন কার্ডধারী ব্যালট পেপারের মাধ্যমে কেবল একটি ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(খ) উপজেলা কমিটি, নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে, গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটি গঠনের লক্ষ্যে-

(১) ০৫ (পাঁচ) জন করিয়া দুইটি প্যানেল (একটি মূল ও একটি অপেক্ষমান) গঠনপূর্বক জেলা প্রশাসকের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবেন;

(২) জেলা প্রশাসক মূল ০৫ (পাঁচ) জনের প্যানেল হইতে ০১ (এক) জনকে সভাপতি, ০৩ (তিন) জনকে সদস্য এবং ০১ (এক) জনকে সদস্য-সচিব হিসেবে অনুমোদন প্রদান করিবেন;

(৩) মূল প্যানেলের কোন পদ শূন্য হইলে অপেক্ষমান প্যানেল হইতে শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা কমিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।অপেক্ষমান প্যানেল হইতে ক্রম অনুযায়ী শূন্যপদ পূরণ করিতে হইবে;

(৪) গুচ্ছগ্রামের রেশন বিতরণ কমিটির সদস্যগণ ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদান করিবেন। অঙ্গীকারনামার নমুনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হইতে সরবরাহ করা হইবে। অঙ্গীকারনামায় সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর/মেম্বার এবং অপর ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তি সাক্ষী থাকিবেন;

(৫) রেশন বিতরকালে কোন জামানত গ্রহণ করা যাইবে না। ইতোপূর্বে গৃহীত সকল জামানত সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে গুচ্ছগ্রামের উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা যাইবে;

(৬) কমিটির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে রেশন বিতরণে অনিয়ম, কারচুপি, আর্থিক দুর্নীতি কিংবা অন্য কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে গুচ্ছগ্রামের দুই-তৃতীয়াংশ কার্ডধারীর স্বাক্ষরে জেলা প্রশাসক বরাবরে অভিযোগ দাখিল করা যাইবে। জেলা প্রশাসক প্রাপ্ত অভিযোগের আলোকে তদন্ত করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(গ) এই কমিটির মেয়াদ হইবে দুই বছর এবং কমিটির সভাপতি, সদস্য-সচিব ও সদস্যগণ দুইবারের অধিক নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

৭। গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটির দায়িত্ব:

(ক) রেশন বিতরন কমিটি সংশ্লিষ্ট গুচ্ছগ্রামে রেশন বিতরন করিবেন।

(খ) কোন কারণে কোন গুচ্ছগ্রাম এলাকায় খাদ্যশস্য আনয়ন সম্ভবপর না হইলে, উন্নত যোগাযোগের সুবিধাসম্পন্ন নিকটবর্তী কোন স্থান হইতে তাহা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে পত্র প্রদান করিবেন এবং উহার অনুলিপি জেলা প্রশাসককে প্রেরণ করিবেন।

(গ)সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী খাদ্যশস্য বিতরণ করিতে ব্যর্থ হইলে কমিটি দায়ী থাকিবে। মাস্টাররোলে কার্ডধারীর স্বাক্ষর কমিটির একজন সদস্য দ্বারা সনাক্তকৃত হইতে হইবে। স্বাক্ষর সনাক্তকরণ ছাড়া খাদ্যশস্য সরবরাহ করা যাইবে না।

(ঘ) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হইতে কার্ডধারীদের নামের তালিকা সম্বলিত একটি রেজিস্টার সরবরাহ করা হইবে। প্রতিবার খাদ্যশস্য বিতরণ শেষে রেজিস্টারটি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে এবং পরবর্তী বিতরণের পূর্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হইতে রেজিস্টারটি সংগ্রহপূর্বক বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে হইবে।

(ঙ) গুচ্ছগ্রাম সংক্রান্ত জেলা অথবা উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে খাদ্যশস্য বিতরণ করিতে হইবে। বিতরণের তারিখের কমপক্ষে ০৩ (তিন) দিন পূর্বে গুচ্ছগ্রাম এলাকায় ব্যাপক মাইকিং এর মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণের তারিখ ও সময় জানাইতে হইবে। রেশন কার্ডের সংখ্যা ভেদে ১-৪ দিনের মধ্যে বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে হইবে। রেশন বিতরণ কমিটির সভাপতি বিষয়টি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করিবেন।

(চ) রেশনকার্ডধারী নিজে অথবা তাহার মনোনীত/ক্ষমতাপ্রাপ্ত বৈধ উত্তরাধিকারী (উত্তরাধিকারীর নাম ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক সুপারিশকৃত হইতে হইবে) মাস্টাররোলে স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক খাদ্যশস্য গ্রহণ করিবেন। গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটির সভাপতি রেশন বিতরণকালে অনুপস্থিত কার্ডধারীগণের তালিকা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করিবেন।

(ছ) কোন কার্ডধারী বা তাহার উত্তরাধিকারী ব্যতীত অপর কাউকে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হইলে কমিটির সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন। এইরূপ কোন অভিযোগ প্রমাণিত হইলে উক্তব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবংকমিটির সদস্যগণের জামানত বাজেয়াপ্তকরণসহ ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যাইবে।

(জ) কমিটি কর্তৃক রেশন বিতরণের ০৩ (তিন) দিন পূর্বে ০২ (দুই) দিন ধরে মাইকিং করে খাদ্যশস্য বিতরণের তারিখ প্রচার করা হইয়াছে মর্মে সংশ্লিষ্ট গুচ্ছগ্রামের ওয়ার্ড মেম্বার/কাউন্সিলর এবং কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) জন কার্ডধারীর নিকট হইতে লিখিত প্রত্যয়ন গ্রহণপূর্বক উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট বিতরণের পূর্বে দাখিল করিতে হইবে। উহার ব্যত্যয় ঘটিলে জামানত বাজেয়াপ্ত করা হইবে। এক্ষেত্রে পুনরায় সমপরিমাণ অর্থ জামানত হিসেবে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(ঝ) বিতরণকেন্দ্রে একটি নোটিশ বোর্ড থাকিবে এবং কার্ডধারীদের অবগতির জন্য এই বোর্ডে জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে খাদ্যশস্য বিতরণের তারিখ, সংশ্লিষ্ট মাসে বিতরণের জন্য পাওয়া খাদ্যশস্যের নাম, খরচের বিস্তারিত হিসাব ও কার্ডপ্রতি খরচের পরিমাণ লিখিয়া রাখিতে হইবে।

(ঞ) বিতরণের আগের দিন সংশ্লিষ্ট খাদ্যগুদাম হইতে রেশন বিতরণ কমিটির সভাপতি বরাদ্দকৃত সকল খাদ্যশস্য গ্রহণ করিয়া বিতরণের স্থানে নিয়া যাইবেন। বিতরণের স্থানে নেওয়ার পর উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে বিষয়টি অবহিত করিবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ঐ গুচ্ছগ্রামের জন্য বরাদ্দকৃত মোট খাদ্যশস্য বিতরণের স্থানে পৌঁছাইয়াছে মর্মে প্রত্যয়ন প্রদান করিবেন। প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তি ব্যতিরেকে কোন খাদ্যশস্য বিতরণ করা যাইবে না। প্রত্যয়নপত্র ও মাস্টাররোল একসাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে জমা দিতে হইবে। উহার ব্যত্যয় ঘটিলে জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং নতুন করে জামানত প্রদান করিতে হইবে।

(ট) রেশন বিতরণ কমিটির কোন সদস্য পদত্যাগ করিবার আবেদন করিলে উক্ত পদত্যাগপত্র গ্রহণের পর তাহার জামানতের অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

৮। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের দায়িত্ব:

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সকল গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করিবেন।তিনি গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটির অব্যবস্থাপনা (যদি থাকে) দূরীকরণের ক্ষেত্রে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; প্রয়োজনে তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকটঅভিযোগদাখিল করিবেন। কোন গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলিয়া প্রমাণিত হইলে এই অনুচ্ছেদমূলে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানের প্রদত্ত ক্ষমতা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিল করা হইবে।

৯। উপজেলা কমিটির গঠন:

(ক) সংশ্লিষ্ট উপজেলার নিম্নলিখিত সদস্যগণের সমন্বয়ে উপজেলা কমিটি গঠিত হইবে:

১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	:	সভাপতি
২.	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	:	সদস্য
৩.	সংশ্লিষ্ট জোন কমান্ডার এর প্রতিনিধি	:	সদস্য
৪.	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট থানা	:	সদস্য
৫.	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ (সংশ্লিষ্ট)	:	সদস্য
৬.	সভাপতি, গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটি (সকল)	:	সদস্য
৭.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	:	সদস্য-সচিব

(খ) উপজেলা কমিটির কার্যপরিধি:

(১) গুচ্ছগ্রামের রেশন বিতরণ কমিটির কার্যক্রম তদারকি;

(২) উপজেলা কমিটির বৈঠকের আলোচনার বিষয়বস্তু ও সিদ্ধান্তসমূহ জেলা কমিটিকে অবহিতকরণ;

(৩) এই নীতিমালার আলোকে- (ক) রেশনকার্ড পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা প্রণয়ন; (খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, রেশনকার্ড বাতিলকরণ; (গ) বাতিলকৃত রেশনকার্ড বিতরণের জন্য প্রার্থীদের নতুন তালিকা প্রণয়ন এবং (ঘ) অনুমোদনের জন্য উক্ত তালিকা/তালিকাসমূহ জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ;

(৪) নীতিমালা অনুযায়ী গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটি গঠনপূর্বক চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ;

(৫) গুচ্ছগ্রামবাসীদের নামের একটি ডাটাবেজপ্রতিনিয়ত হালনাগাদপূর্বক কমিটির সভাপতির দপ্তরে সংরক্ষণপূর্বক উহার একটি কপি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ;

(৬) সকল খাদ্যগুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে বরাদ্দ অনুযায়ী খাদ্যশস্য সঠিক মান ও ওজন সহকারে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

(৭) রেশন বিতরণ কমিটির সভাপতি কর্তৃক বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য সংশ্লিষ্ট খাদ্যগুদাম হইতে বুঝিয়া নেওয়া। খাদ্যগুদাম হইতে খাদ্যশস্য গ্রহণকালে ওজনে কোন প্রকার কারচুপি প্রমাণিত হইলে সংশ্লিষ্ট খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও রেশন বিতরণ কমিটির সভাপতি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন;এবং

(৮) উপজেলা কমিটি প্রতি দুই মাস অন্তর একবার সভায় মিলিত হইবে।

১০। জেলা কমিটির গঠন:

(ক) সংশ্লিষ্ট জেলার নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে জেলা কমিটি গঠিত হইবে:

১.	জেলা প্রশাসক	:	সভাপতি
২.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	:	সহ-সভাপতি
৩.	পুলিশ সুপার	:	সদস্য
৪.	সংশ্লিষ্ট রিজিয়ন কমান্ডারের প্রতিনিধি	:	সদস্য
৫.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	:	সদস্য
৬.	নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ	:	সদস্য
৭.	জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি	:	সদস্য
৮.	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	:	সদস্য
৯.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	:	সদস্য
১০.	সুশীল সমাজের প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
১১.	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	:	সদস্য-সচিব

(খ) জেলা কমিটির কার্যপরিধি:

(১) এই নীতিমালার আলোকে উপজেলা কমিটি কর্তৃক প্রেরিত সম্ভাব্য সুবিধাভোগীর তালিকা হইতে যোগ্য প্রার্থী যাচাই-বাছাই ও অনুমোদন;

(২) গুচ্ছগ্রাম ব্যবস্থাপনা ও খাদ্যশস্য বিতরণের ব্যাপারে উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান;

(৩) উপজেলা ও গুচ্ছগ্রামের রেশন বিতরণ কমিটির কার্যক্রম তদারকি ও তাহাদের কাজের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ;

(৪) কোন কারণে গুচ্ছগ্রাম রেশন বিতরণ কমিটি বিলুপ্ত হইলে নতুন কমিটি গঠনের পূর্ব পর্যন্ত উপজেলা কমিটির সুপারিশক্রমে জেলা কমিটি একটি অন্তর্বর্তী কমিটি গঠন করিবেন। নতুন কমিটি গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বর্তী কমিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হইবে;

(৫) জেলা কমিটি প্রয়োজনে প্রতি চার মাস অন্তর একবার সভায় মিলিত হইবে;

(৬) এই নীতিমালার আওতায় গুচ্ছগ্রামে রেশন বিতরণ সংক্রান্ত কোন সমস্যা দেখা দিলে উপজেলা কমিটির সুপারিশক্রমে জেলা কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; ক্ষেত্রমত উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন; এবং

(৭) এই নীতিমালায়কোনসংশোধনের প্রয়োজন হইলে জেলা কমিটি সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করিয়া সরকারের নিকট উহা সংশোধনের প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

১১। **সরকারের কর্তৃত্ব:** সরকার প্রয়োজনবোধে এ নীতিমালার যে কোন শর্ত ও বিষয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন এবং সংযোজন করতে পারিবেন।

১২। **রহিতকরণ:** পূর্বে জারিকৃত অ-উপজাতীয় গুচ্ছগ্রামবাসীদের খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমালা/আদেশসমূহ এ নীতিমালা বলবৎ হওয়ার তারিখ হইতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৩০/১২/২৪

(এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী)
সচিব

স্মারক নম্বর: ২৯.০০.০০০০.২২৩.০৬.০০৮.২১৯৯

তারিখ: ১৫ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম।
৪। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
৫। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৬। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ।
৭। রিজিয়ন কমান্ডার(সকল), খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৮। উপদষ্টোর একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টার সদয় অবগতির জন্য)।
৮। সচিবের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৯। উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (নীতিমালাটি বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১০। .....জেলা কমিটির সদস্য (সকল)।
১১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সকল)।
১২। ..... উপজেলা কমিটির সদস্য (সকল)
১৩। সহকারী প্রোগ্রামার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা (নীতিমালাটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৩০/১২/২০২৪

(শুভাশীষ চাকমা)
সিনিয়র সহকারী সচিব